বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়

হায়দার আকবর খান রনো

বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের কাগজ-পত্রে বেশ লেখালেখি হয়েছে। এই জুন মাসের শুরুতে (৩ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত) ব্রাজিলে বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন বসেছে। তাকে উপলক্ষ করেই বাংলাদেশে কিছুটা লেখালেখি ও আলোচনা হয়েছে। আমি সেখানে নতুন কোন তথ্য সংযোজন করতে চাই না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, পরিবেশের মতন বিষয়টিও শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিতর্কের মধ্যে দিয়ে ধনী ও গরীব দেশের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। এমনকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যের মধ্যেও এই দিকটি ফুটে উঠেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গত ৪ জুন বেগম খালেদা জিয়া টেলিভিশন ভাষণে বলেন যে, "উন্নত বিশ্বের বিলাসবহুল" জীবনযাপনের যোগান দিতে গিয়েই বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়েছে। এ বিপর্যয়ের ৮৭ ভাগের জন্যই দায়ী উন্নত বিশ্ব। আর মাত্র তেরো ভাগ দায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলো। এর মধ্যে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই নগণ্য"। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন। যে সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রধানতঃ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই সরকার প্রধানের মুখ থেকে এমন কথা শুনে আমি একটু বিস্মিত হয়েছি। বস্তুতঃ পরিবেশের মতো আপাতঃ অরাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ব্রাজিল সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্ব ও ধনী দেশের মধ্যে যে রকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকেই অনুমান করা যায়, কেন বিএনপি সরকারের মতো সরকারও এমন কথা এমন সুচ্ছভাবে বলতে পারছে।

পরিবেশ নেহায়েত বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য বিষয় নয়। এর মধ্যেও রাজনীতি আছে। এর মধ্যেও শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্ন জড়িত আছে। আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতা পৃথিবীর পরিবেশ যতখানি নষ্ট করেছে ইতিপূর্বে আর কোন সমাজ ব্যবস্থা তা করেনি। পুঁজিবাদের উৎপাদন ক্ষমতাও একই সঙ্গে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আগের যে কোন সমাজ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ মুনাফাটাই মূল কথা। এই মুনাফার জন্যে তারা যে কোন অন্যায় করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা এই মুনাফা অর্জনের জন্যে তারা আপাতঃ লাভটাই বড় করে দেখে, গোটা মানবজাতির সামগ্রিক মঙ্গলের কথা তারা একবারও ভাবে না। এই কথাটি গত শতাব্দিতেই কার্ল মার্কস বলেছিলেন। যদিও কেবলমাত্র পরিবেশের উপর মার্কসের বিশেষ কোন লেখা নাই, তবু ক্যাপিটাল গ্রন্থেই এ সম্পর্কে কিছু কথা আছে। মুনাফার জন্য পুঁজিপতিরা এমন সব কাজ করে যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া নিয়ে তারা ভাবে না। এরফলে বহু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুনাফা লোভী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদনে এটাই হবে। গত শতাব্দিতেই পরিবেশ নিয়ে এমনভাবে ভাবনা যখন কেউ শুরু করেনি, তখনই মার্কসের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে মাত্র দুই দশক আগে। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহমে প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ১১৩টি দেশ যোগ দিয়েছিল। স্টকহম সম্মেলনের ঘোষণায় সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, উন্নয়শীল দেশসমূহের দারিদ্র দূর করা না গেলে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়। ঐ সম্মেলনের বিশ বছর পর পৃথিবীর জাতিসমূহ আবার আরেকটি সম্মেলনে মিলিত হয়েছে। এবার ১৭৫টি দেশ যোগদান করেছে। এই কুড়ি বছরে বিশ্ব পরিবেশ শুধু খারাপই হয়নি, বেশ ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমে স্টকহমের ঘোষণার আলোকেই বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করা হোক। উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য দূর হয়নি, বরং বেড়েছে। উন্নয়নশীল দেশের মাথা পিছু গড় আয় মাত্র ১৭০ মার্কিন ডলার আর উন্নত বিশ্বের মাথা পিছু গড় আয় ১১,৪৩০ মার্কিন ডলার। পৃথিবীর জনসমষ্টির মাত্র ৫% ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে পৃথিবীর ৩৫% সম্পদ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রতিবছর ১কোটি ৩৫ লক্ষ শিশু পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছাবার আগেই মারা যায়। উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে প্রতি বছর ৫০ বিলিয়ন ডলার চলে যাচ্ছে উন্নত দেশে। আজকের এই পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে তৃতীয় বিশ্ব আরও গরীব হবে ধনীদেশ আরও ধনী হবে। তাই স্টকহম ঘোষণার লক্ষ্যের কিছুই অর্জিত হয়নি।

এর মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত আরও ভয়াবহ সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। যেমন গ্রীন হাউস জনিত কারণে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সূর্য্য কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হয় তবে এই তাপ পৃথিবী তাপ রশ্মি বা অবলোহিত রশ্মি আকারে মহাকাশে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু কিছু গ্যাস অবলোহিত রশ্মিকে শোষণ করে তাপ ফেরৎ পাঠাতে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের বলা হয় গ্রীন হাউস গ্যাস। কার্বোন ডাই অক্সাইড তার মধ্যে প্রধান। আরও একটি গ্রীন হাউস গ্যাস হচ্ছে মিথেন। গ্রীন হাউস জনিত কারণে পৃথিবীর তাপ বেড়েছে। এটা প্রাণী জগতের জন্যে খুবই বিপদজনক। গত একশ' বছরে এই কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৩ থেকে ০.৪ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আশঙ্কা করা হচ্ছে এইভাবে চললে চল্লিশ বছর পর তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে। তাতে দক্ষিণ মেরু ও পাহাড়ের চূড়ায় জমা বরফ গলবে, সমুদ্রের পানি বাড়বে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ডুবে যাবে, আরও অনেক দ্বীপ ও উপকূলবর্তী এলাকা ডুববে, বন্যাও হবে, খরাও হবে, এসিড বৃষ্টিও হবে। ইতিমধ্যেই আফ্রিকায় খরা হয়েছে মারাত্মক আকারে। উন্নত বিশ্বে এসিড বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কাছে আরও সংবাদ আছে। দক্ষিণ মেরুর কাছে বায়ুমন্ডলের ওজনের পর্দায় একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে মহাকাশের মারাত্মক রশ্মি পৃথিবীতে ঢুকে পড়তে পারে। এর ফলে চর্ম ক্যান্সার বৃদ্ধি পাবে।

মোটকথা পরিবেশ সংক্রান্ত অবস্থার উন্নতি হয়নি। তাহলে পরিবেশ রক্ষা করতে হলে কার্বোন ডাই অক্সাইড ও মিথেনের উৎপাদন ও ব্যবহার কমাতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর পৃথিবীতে ঐ দু'টি গ্যাস যথাক্রমে উৎপাদিত হচ্ছে ৩১,১০০ মিলিয়ন টন ও ২৫৫ মিলিয়ন টন। তারপর সমুদ্র বনাঞ্চল ইত্যাদি দ্বারা খানিকটা শোষিত হবার পর বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে ঐ দু'টি গ্যাস যথাক্রমে ১৩,৬০০ মিলিয়ন টন ও ৪৩ মিলিয়ন টন। এখন গ্যাসগুলি উৎপাদন করে কে, ব্যবহার করে কে? বলাই বাহুল্য, এই সকল বিষাক্ত গ্যাস অধিক পরিমাণ উৎপাদন ও ব্যবহার করে ধনী দেশগুলোই। তা হলে পরিবেশ দূষণ করার জন্যে তারাই দায়ী। যেমন ধরা যাক তৃতীয় বিশ্বের দু'টি বড় দেশ চীন ও ভারত। তাদের মিলিত জনসংখ্যা হচ্ছে পৃথিবীর জনসংখ্যার ৩৩% কিন্তু এই দু'টি দেশ গ্রীন হাউস গ্যাস বায়ুমন্ডলে যুক্ত করছে মাত্র ০.৬%। অন্যদিকে পৃথিবীর মাত্র ৫% মানুষের দেশ যুক্তরাষ্ট্র একাই বায়ুমণ্ডলে ঐ গ্যাসযুক্ত করছে ২৯.৪%। এখন যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হোক, কার্বোন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন কমানোর জন্যে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা রাজী নয়। মুনাফাখোরের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর কি হবে, গোটা মানব জাতির কি হবে, তা নিয়ে পুঁজিপতিদের কখনই সামান্যতম উদ্বেগ থাকে না। তারা মুনাফা কমিয়ে ঐ গ্যাস উৎপাদন হ্রাস করতে রাজী নয়। পাল্টা তারা বলছে, কার্বোন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণের জন্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশে বনাঞ্চল বাড়াও। এমনকি আমেরিকার ওয়ার্ল্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রিপোর্টে কার্বোন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির জন্যে বনাঞ্চল ধ্বংস ও মিথেন বৃদ্ধির জন্য ধান চাষের জমি ও গবাদি পশুকে দায়ী করা হয়েছে। তেল ও কয়লা ব্যবহারের ফলে যে কার্বোন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হয় ঐ রিপোর্টে তার উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

তার মানে ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলি পরিবেশ দূষণের জন্য তাদের দায়-দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে যেতে চায়। তৃতীয় বিশ্বে কেবল বনাঞ্চল তৈরি হোক এবং তার দ্বারাই ধনী দেশ থেকে কারখানা, মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিস থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করা হোক, প্রকারান্তরে এটাই তারা বলতে চায়। যেন পৃথিবীটা শহর ও গ্রাম দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে। শহরের মানুষ প্রকৃতিকে দূষিত করবে আর গ্রাম তাকে পরিশুদ্ধ করবে। ধনী দেশের কথাবার্তার ধরন অনেকটা এই রকম। তার আসল অর্থ হল, ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অব্যাহত থাকবে এবং ধনী দেশগুলো যেভাবে তৃতীয় বিশ্বকে লুণ্ঠন করছে তার কিছু মাত্র নড়চড় হবে না।

পৃথিবীর পরিবেশকে নষ্ট করেছে ধনী দেশগুলো। আমাদের দাবী সে দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। অন্যদিকে ধনীদেশের পুঁজিপতিদের মুনাফায় টান দিয়ে তাদের জনগণের যন্ত্রনির্ভর অভ্যস্ত আরামদায়ক জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি তৃতীয় বিশ্বের দেশে অব্যাহত লুণ্ঠন সঙ্কুচিত করে কোন প্রস্তাবে তাদের রাজী করানোও সহজ নয়। তাই বলছিলাম পরিবেশের বিষয়টিও শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। বুর্জোয়ারা কেবলমাত্র মুনাফাই চেনে আর কিছুই চেনে না। তারা কেবলমাত্র সাময়িক স্বার্থই বোঝে, বেশী দূর দেখতে পায় না। পরিবেশ ধ্বংস করার ফলে যে ভবিষ্যত প্রজন্মের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে তা তাদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়। গত শতাব্দিতেই মার্কস বুর্জোয়াদের এই চরিত্র উন্মোচন করে দিলেন। একশ' বছরেও বুর্জোয়ার সে চরিত্র কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং বর্তমানের স্বার্থে বুর্জোয়ারা যে কী ভয়াবহ কান্ড করতে পারে তা একশ' বছর আগে মার্কস জানতেও পারেননি। বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রধান হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ১৯৪৫ সালে এটম বোমা ফেলেছিল, যার ফলে জাপানের দু'টি নগরই ধ্বংস হয়নি, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলও বিষাক্ত হয়ে ওঠেছিল। আবার খুব সম্প্রতি উপসাগরীয় যুদ্ধে তারা ক্ষুদ্র একটি দেশ ইরাককে পরাজিত করার জন্য যে ধরনের বোমা নিক্ষেপ করে তা শুধু অমানবিকই নয়, পরিবেশ দূষণে তার অবদানও অনস্বীকার্য।

পুঁজিবাদ যে মুনাফা কেন্দ্রিক নৈতিকতা বিবর্জিত দানবতুল্য বিশাল যান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তুলছে, যা মানুষকে অমানুষ করে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে পরিবেশকে দূষিত করে, এমনকি ভবিষ্যতের মানবজীবনকেই সংকটাপন্ন করে তোলে প্রকৃত সভ্যতার নিরিখে তার মূল্য কতটুকু? জর্জ বার্নাড শ বলেছিলেন, "Civilization is a discase duc to short sightedness and bad morals" একথা পুঁজিবাদ সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশী করে প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ শুধু শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু নয়, গোটা মানব জাতিরই দুশমন। তাই পরিবেশ রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গেও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নটিও শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়।

হায়দার আকাবর খান রনোঃ প্রাবন্ধিক, রাজনীতিবিদ, ওয়ার্কাস পার্টির পলিটবুরোর সদস্য।

17 JUN 1992